The Bangladesh Observer

তারিখ ... 10 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

রাবিতে ৩১ কর্মচারী নিয়োগ প্রশ্নে ভিসি ও রেজিস্ট্রারকে সমন

আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ

রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী জজকোর্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও ৩১ জন কর্মচারীকে সমন জারি করেছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি প্রত্যেককে আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সালের বিভিন্ন সময় থেকে ৩১ কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে যোগদান করে। কিন্তু কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগের ভিত্তিতে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঝুলিয়ে রাখে। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিয়োগ কমিটিতে সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১ এবং ১৫ জানুয়ারি ২০০২ সালে ৩৬৮ তম সিন্ডিকেট সভায় ৩১ কর্মচারীর নিয়োগ স্থায়ী করা হয়। সে ক্ষেত্রে কারণে তাদের নিয়োগপত্র দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির যে কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দ্রুত স্থায়ী নিয়োগ হলেও কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয় না। কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র বাজেট ঘাটতির কারণ দেখিয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন দফতরে আরও তিন শ' কর্মচারীকে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে শ্রম আদায় করছে, যা পুরোপুরি মানবাধিকার লঙ্ঘন নীতির মধ্যে পড়ে। সূত্র মতে, শুধুমাত্র ওই ৩১ কর্মচারীর মানবেতর দিক বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়োগ সিন্ডিকেটে পাস করান, তা সত্ত্বেও রাজশাহী সুপার মিলে কর্মরত এক কর্মচারী মোঃ আলাউদ্দিন নিজেকে উক্ত ৩১টি পদের যে কোন একটিতে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি করে গত ৩০ নবেম্বর রাজশাহী জজকোর্টে ৩১ কর্মচারী নিয়োগ অবৈধ দাবি করে মামলা দায়ের করে। জানুয়ারি আদালত আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আদালতে হাজির হবার জন্য সমন জারি করে। এদিকে সিন্ডিকেটে পাস করা সত্ত্বেও বহিরাগত এক কর্মচারী দ্বারা আদালতে মামলা করার নেপথ্যের সূত্র পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা যিনি আগামী জুলাই মাসে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে অংশ নেবেন তারই নির্দেশে ওই মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে সূত্রটি দাবি করে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক হীনস্বার্থ ও নিজের পছন্দমতো লোক নিয়োগ দেবার জন্য মামলাটি করা হয়েছে বলে ভুক্তভোগী ৩১ কর্মচারী জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন।